বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে মৃত্যুচিন্তার ইতিহাস: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (১৭৭২-১৯২০)

ভারতবর্ষের ইতিহাসে মৃত্যু, মৃত্যু চিন্তার ইতিহাস একই মাত্রায় আলোচনা করা বা তাকে বিষয়গত করা খুব কঠিন কাজ। এখানে মৃত্যুর ইতিহাসে একধরনের সাংস্কৃতিক নৃতাত্ত্বিক দিক উঠে আসে। আবার গভীর জ্ঞানের দার্শনিক কামনা, বাসনা, ইচ্ছা এই বিমূর্ত অনুভূতিগুলো মৃত্যু, মৃতদেহের ইতিহাস, বা সমষ্টিগত মৃত্যুর ইতিহাস থেকেই জন্ম নেয়। এই আলোচনা প্রসঙ্গে চলে আসে মিথ, ভৌতিক গল্প, পুরাণ, আত্মা ও শোক যাপনের ইতিহাস। গবেষণার সময়সীমা ১৭৭২ থেকে ১৯২০ দশক অবধি সীমাবদ্ধ রেখেছি। আমি আমার গবেষণার প্রকল্পকে বেশ কয়েকটি অধ্যায় ভাগ করার মধ্য দিয়ে একটি বৃহৎ মৃত্যু চেতনার ইতিহাসকে ধরবার চেষ্টা করেছি।

বর্তমান গবেষণার প্রথম অধ্যায়ে অর্থাৎ ভূমিকায় মৃত্যুর ইতিহাস ও তার দার্শনিকতার নানা দিককে বিশেষত ইউরোপীয় দার্শনিকরা মৃত্যু নিয়ে যে প্রকরণ নির্মাণ করেছেন, পাশাপাশি ভারতীয় তাত্ত্বিকদেরও মৃত্যু সম্পর্কে যে চিন্তন তা দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মৃত্যু সম্পর্কে দেশজ ভাবনাকে বিভিন্ন তত্ত্ব এবং তথ্যের আলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে ‘মহামারী’ ও ‘মৃত্যু’ নিয়ে এক মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ঔপনিবেশিক বাংলায় মৃত্যুর সামাজিক ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে শ্মশানকে দেখানো হয়েছে। এখানে একদিকে শ্মশানের সাংস্কৃতিক, নৃতাত্ত্বিক দিক, অপরদিকে শ্মশান সম্পর্কিত দার্শিনিক চিন্তা ও চেতনার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সবশেষে উপসঙ্ঘারে বিস্তারিত আলোচনায় মৃত্যু কী? মৃত্যুর পর কী হয়? মৃতদেহ ও তার সৎকার পদ্ধতি ইত্যাদি নানান প্রশ্নগুলি উঠে এসেছে। এছাড়া নতুন নতুন অনালোচিত, অচর্চিত, নানাদিক নিয়ে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছি এই গবেষণায়।